টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

গৃহ নির্ম্মাণের জায়গা বিক্রয়

জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে রঘুনাথগঞ্জে পুরানো হাসপাতালের পিছনে বাড়ী তৈরীর উপযুক্ত জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীবিনয় ব্যানার্জ্জী, রঘুনাথগঞ্জ পাকুড়তলা

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৫ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭৮ ইং 29th Mar 1972 | ৪২শ সংখ্যা

আলো, আমার আলো, ওগো, আলোয় ভুবনভরা

না ভুবনভরা আলো নয়, রেল ষ্টেশনের ভুবনটুকু আজ আলোয় ঝলমল। জঙ্গিপুর রেল-ষ্টেশন দীর্ঘদিন পর এখন তমিস্রামুক্ত। আমরা এই ষ্টেশনের বাতির অপ্রাচুর্য সম্বন্ধে বেশ কয়েকবার লেখালেখি করেছিলাম। এত বড় একটা অসুবিধা কর্তৃপক্ষ দূর করলেন। এর জন্যে তাঁরা অবশ্যই জনগণের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এটা হওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। জঙ্গিপুর এতদিন ধরে উপেক্ষায় পড়ে ছিল কেন ভাবতে পারা যায় না। প্রধান দপ্তর ভাটির দেশে; সেখান থেকে উজানে আসতে দেরী হওয়া স্বাভাবিক। যাই হোক, ষ্টেশনটি এখন বিদ্যুৎ-বাতিতে ঝলমল করছে, এতে আমরা সত্যিই আনন্দিত এবং তার জন্যে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রসঙ্গত, আমরা আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করবার জন্যে রেল কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। অবশ্য আমরা এর আগে এই পত্রিকায় বিষয়টি উল্লেখ করেছি। এখানে কোন ওভারব্রীজ না থাকায় লাইন পারাপার এক দারুণ সমস্যা তথা বিপদের বিষয় হয়ে পড়েছে। নারী, রোগী, শিশু—এদের কষ্টের কথা অবর্ণনীয়। এক লাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলে সমস্ত প্লাটফরম ঘুরে অপর পার্শ্বের প্লাটফরমে পৌছান এক সমস্যার ব্যাপার। প্লাটফরম উঁচু থাকায় সোজাসুজি যাওয়াও কষ্টকর। কাজেই এই অসুবিধা দূর করার জন্যে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি। আর স্থানীয় এম, এল, এ ও এম, পি মহোদয়দের নিকট প্রার্থনা, তাঁরা এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে রাজ্যে ও কেন্দ্রে তুলে ধরুন।

ইলিশে-শাড়ীতে

খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীএম, আর, সিদ্দিকি কলিকাতায় বলেছেন যে, তাঁর দেশ ভারতকে এখন ইলিশ মাছ আর ঢাকাই শাড়ী দিতে পারবে। দীর্ঘদিন আমরা এই দুটি জিনিস থেকে বঞ্চিত। অতঃপর এমন দিন আসছে যখন ঘরে ঘরে 'ইলিশ মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় পাত্রে উপবেশন' করবে এবং মৎস্যভুক্ বাঙ্গালীর রসনাকে আরও রসসিক্ত করবে। কর্তার ভোজন পরিতৃপ্তি গৃহিণীর বায়না মিটাবার পথ খুলে দেবে। আর সে বায়না নিঃসন্দেহে প্রথমেই ঢাকাই শাড়ীর। ভারতের সর্বত্র ইলিশ আদর না-পেলেও ক্ষতি নেই। কারণ পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি নরতরঙ্গের উজান বেয়ে বেচারা ইলিশ অন্যত্র পাড়ি জমাতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে ঢাকাই শাড়ী এগার হাত হতে ষোল হাত পর্যন্ত তন্বী ও বিপুলা সকলের কাছেই পৌছুতে পারবে। সুতরাং বাড়ীর কর্তাকে বাজেটের বরাদ্দ একটু বদলাতে হবে।

গঙ্গায় কুমীর

ফরাক্কা, ২৬শে মার্চ্চ—আজ ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে গঙ্গার চড়ায় এক বিরাট কুমীর ধরা পড়েছে। স্থানীয় জেলেরা চড়ায় রোদ-পোয়ানো অবস্থায় কুমীরটি দেখতে পায় ও দলবদ্ধ হয়ে কুমীরটিকে ধরে ফেলে। জনসাধারণকে দেখানোর জন্যে একে ফরাক্কার নিকটবর্ত্তী গোমানী ও গঙ্গার সংগমস্থলে নিয়ে আসা হয়েছে। কুমীরটি ২০ ফুট লম্বা ও প্রায় ৪ ফুট চওড়া। এইরূপ বিরাট আকৃতির কুমীর গঙ্গায় ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায়নি বলে স্থানীয় লোকেদের ধারণা। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ও ছেলেমেয়ে কুমীর দেখতে তীরবর্ত্তী অঞ্চলে ভীড় জমাচ্ছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়েছে, এই কুমীরটিকে কোলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে।

ইয়াহিয়ার দোসর

সাগরদীঘি, ২১শে মার্চ—গতকাল রাত্রে সাগরদীঘি থানার নওপাড়া গ্রামে শ্রীদিলীপ মণ্ডল (১৮) দা-এর আঘাতে গুরুতররূপে জখম হন। তাঁকে আশংকাজনক অবস্থায় প্রথমে সাগরদীঘি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং পরে এ্যাম্বুলেন্স-যোগে বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রকাশ, শ্রীমণ্ডলকে তার সহোদর দাদা শ্রীবাদল মণ্ডল গভীর রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় দা-এর ঘায়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করেন। তাঁর গলায়, কাঁধে এবং তলপেটে আঘাত করা হয়। তাঁরা চার ভাই। দিলীপ সেজো এবং সম্প্রতি তিনি একটি মুদীখানার দোকান খুলেছিলেন। ঐ দোকান নিয়েই নাকি ঘটনার সূত্রপাত। বাদলকে পুলিশ খুঁজছে। তিনি ঘটনার পর আত্মগোপন করেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ এ পিঠ ও পিঠ ॥

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ডঃ এ, আর, মালিক সম্প্রতি বলেছেন যে, পাকিস্তানের যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী মানবতাবিরোধী কাজে অপরাধী বলে অভিযুক্ত হবে, তাদের বিচার করা হবে। সকলের জানা আছে যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং বাংলাদেশের সৈন্য-বাহিনী মিলে মিত্রবাহিনী হয়ে একটি যুক্ত কম্যাণ্ডের অধীনে কাজ করেছেন, এবং তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী পরাজিত তথা বন্দী হয়েছে। সুতরাং তারা মিত্রবাহিনীর যুদ্ধবন্দী। তাই এদের বিচার করবার এক্তিয়ার এই মিত্র-বাহিনীর যুক্ত কম্যাণ্ডের। অবশ্য এতে পাক-প্রেসিডেণ্ট ভুট্টো সাহেব কিছু উষ্মার উদ্‌গার করেছেন আর তা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন যে, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নাকি তাতে এক চূড়ান্ত বিষময় পরিণামের দিকে যেতে পারবে। যুক্ত কম্যাণ্ড জিনিসটাকে ভুট্টো সাহেব আদৌ আমল দিতে চান নি।

অবশ্য ভুট্টো সাহেব এতখানি মানসিক শক্তি কী করে অর্জন করলেন আমরা জানি না। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে কোমর শক্ত করতে কতই ছোটাছুটি করলেন তার ঠিক নেই। চীন-মার্কিন মিতালীতে নব পাক প্রেসিডেণ্ট ত বেশ আশ্বস্ত হতে পেরেছিলেন বোধ হয়। তাকেই মূলধন করে তিনি মস্কো ঘুরে এলেন। কিন্তু মস্কো তাঁকে শুনিয়েছেন বাংলাদেশের বাস্তব সত্যকে মেনে নেবার এবং ভারত উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপদেশ। ভুট্টো সাহেবের এটা ভাল লাগেনি। মনঃপূত না হওয়ারই কারণ। কেন না ভুট্টো সাহেব আগেই বলে রেখেছিলেন যে, পাক-ভারত অশান্তি, অসম্প্রাতির মূলীভূত কারণ কাশ্মীর। কাশ্মীরী জনগণের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ভারত স্বীকার না করা পর্য্যন্ত পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে শান্তি আসতে পারে না।

প্রেসিডেণ্ট সাহেবের এই নয়া জেহাদী জিগিরকে আমরা কোন্ চোখে দেখব? তিনি কি তবে চৌ-নিকসনের লাউডস্পীকার? বাবু যত বলবেন, পারিষদ তার চেয়ে বেশী বলবে এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। অতএব প্রেসিডেণ্ট জনাব ভুট্টো চীন-মার্কিন যুক্ত বিবৃতিতে কাশ্মীর সম্পর্কে মন্তব্য থেকে যথেষ্ট মদত পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাশিয়া সফরে একটা কাজের কাজ করে আসতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হয়েছে।

হ্রাসপ্রাপ্ত এবং বিক্ষোভে ধূমায়িত পাকিস্তানের অগ্নিগর্ব্ব জ্বালামুখে বসেও পাক প্রেসিডেণ্ট নিজের দেশের কথা, নিজের কথা না ভেবে মাতনে মাতলেন কেন, এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। এও এক জঘন্য রাজনীতি। দেশটা যখন জাহান্নামে নেমেই গেছে, তখন কাশ্মীর ইত্যাদির ধুয়ো তুলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভে অসন্তুষ্ট জনগণের মনোযোগকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে নিজের অবস্থাটাকে কায়েম করার একটা অপচেষ্টা মাত্র। কাশ্মীর ব্যাপারে ভুট্টো সাহেবের মাতামাতি রাশিয়া সহ্য করবে না, শুধু ভুট্টোর নয়, আর সবাইয়েরও। আমেরিকা ভিয়েতনামে ত টালমাটাল হয়েই চলেছে, কাশ্মীর সম্পর্কে তার মাথাব্যথার কারণ যে শুধু রাশিয়া তাই নয়, ভারতের নবীন অভ্যুদয়কেও সে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তেমনি চীনও ভারতের অগ্রগতিকে মানতে পারছে না। তাই চীন মার্কিন যুক্ত বিবৃতিতে কাশ্মীরজনিত মাথাব্যথা। এই মূলধনে পাকিস্তানের অপৌরুষী আস্ফালন। বাংলাদেশের আবির্ভাব চীন বা আমেরিকা কারও অভিপ্রেত ছিল না, আর তাই আক্রোশটা এদের ভারতের ওপরই বেশী। যেহেতু কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে একটা নূতন অশান্তি বাধিয়ে দিতে এরা চাইবে। পাকিস্তান এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে নেবে। কিন্তু মুস্কিল অন্য জায়গায়। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি এবং অতি সাম্প্রতিক ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি এদের সামনে একটা সমস্যা। তথাপি পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জনাব ভুট্টো যদি মরীয়া হয়ে যা নয় তাই করে বেড়ান তবে তাঁর আখের কী হবে সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। ভবিষ্যতের ব্যাপার হলেও তাঁর এবং তাঁর মত যুদ্ধবাজ গোষ্ঠী যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এ কথা ঠিক। ভারত অথবা বাংলাদেশ কোন সরকারকেই এখন নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। সময় থাকতে সর্বপ্রকারের প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন।

সঙ্গীতে কৃতিত্ব

রঘুনাথগঞ্জ ভবানী ঔষধালয়ের কবিরাজ স্বর্গীয় রমণীমোহন সরকার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রঞ্জিৎকুমার সরকার সর্ব্বভারতীয় সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষায়, মুর্শিদাবাদ মিউজিক কলেজ হইতে ৮০% পার্সেণ্ট নম্বর পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। জঙ্গিপুর মহকুমায় শ্রীমান্ রঞ্জিৎ প্রথম সঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ) বি, মিউজিক উপাধি লাভ করিল। শ্রীমান্ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ইহাই কাম্য।

যষ্টির আঘাতে অন্ত্যেষ্টি

গত ১৫ই মার্চ বেলা ৯টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার জেঠা গ্রামের নরেন দাসের সঙ্গে পাশের বাড়ীর সুশীল দাস ও তার তিন ভায়ের সামান্য জায়গা নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা চলে। হঠাৎ সুশীল দাস নরেনের মাথায় লাঠির আঘাত করে। লাঠির আঘাত গুরুতর হওয়ায় নরেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। তাকে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান হতে তাকে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ সুশীল দাসকে গ্রেপ্তার করেছে।

হাওড়া-আজিমগঞ্জ লাইনে কামরূপ এক্সপ্রেস চলবে

আগামী মে মাস হতে হাওড়া-আজিমগঞ্জ লাইনে ৫৯ আপ ও ৬০ ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেস চলবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল।

বল্লমের ঘায়ে জাগালদার আহত

সাগরদীঘি, ২২শে মার্চ্চ—গতকাল রাত্রে ভোলা গ্রামে ঘুতু (১৭) নামে একটি জাগালদারকে দুর্বৃত্তেরা বল্লমের আঘাতে জখম করে পালিয়ে যায়। ঘুতু এবং তার দাদা গ্রাম থেকে কিছু দূরে গমের জমিতে একটি কুঁড়ে ঘর করে গম পাহারা দিত। গতকাল রাত্রে তারা যখন ঘুমিয়েছিল তখন একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তাদেরকে আক্রমণ করে। ঘুতুর দাদা সৌভাগ্যক্রমে পালিয়ে যায়। ঘুতু তাদেরকে বাধা দিতে গেলে তারা একটি বল্লম তার পেটে আমূল বিধিয়ে দেয়। ঘুতুকে আশংকাজনক অবস্থায় প্রথমে সাগরদীঘি এবং পরে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ফরাক্কায় নির্ব্বাচনে জাতীয়তাবাদীদের প্রাধান্য

ফরাক্কা, ২৫শে মার্চ—আজ ফরাক্কা ব্যারেজ ওভারশিয়ার এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচন সম্পন্ন হয়ে গেল। এই নির্ব্বাচনে জাতীয়তাবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ ও মার্কসবাদীদের পরাজয় নতুন দিকের সূচনা করেছে। এই জয়ের সাফল্য রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রভাব কিনা কে জানে? খবরে প্রকাশ যে, বিগত ৯।১০ মাস ধরে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও অশান্তির সূচনা হয়েছিলো এই জয়, সেই সব অসন্তোষ দূরীকরণে ও শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ঐক্য ও সংঘবদ্ধ হতে সহায়ক হবে। ফরাক্কার বিভিন্ন অমার্কসবাদী সংস্থার নেতৃবৃন্দ এই জয়কে শুভেচ্ছা ও স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিদেশী কার্তুজের কেস উদ্ধার

গত ২৩শে মার্চ্চ ফরাক্কা ব্রীজের সিকিউরিটি গার্ড একটা ট্রাক তল্লাসী করে ১৬ কেজি বিদেশী কার্তুজের কেস উদ্ধার করে ও ট্রাক চালককে গ্রেপ্তার করে।

জঙ্গিপুর সংবাদের

বিশেষ (বাসন্তী) সংখ্যা আগামীতে বিভিন্ন লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাননীয় সম্পাদক, জঙ্গীপুর-সংবাদ

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার (১লা চৈত্র, '৭৮) চিঠি-পত্রস্তম্ভে শ্রীশুভাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা চিঠিটি পড়লাম। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পত্রে ২য় অনুচ্ছেদে যে অনুরোধ জানিয়েছেন, সেটা উপযুক্ত যায়গায় পৌছান দরকার—এই কথাই তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে জনসেবা রূপ মহৎকার্য্য যৎকিঞ্চিত সম্পাদনের লোভ সামলাতে পারছি না। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে যে সব খুঁটি পুঁতা হয়, তার উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় প্রশাসন বিভাগ। খুঁটিগুলি উঠিয়ে নেওয়ার পর যে গর্ত্তগুলি রাস্তার একেবারে পার্শ্বপ্রান্তে এবং মাঠের মধ্যে আছে তা পূরণ করার দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য ওই প্রশাসন বিভাগেরই। সুতরাং বক্তব্য বিষয়টি মাননীয় মহকুমা-শাসক মহোদয়ের কাছে তুলে ধরলে তিনি সুবিবেচনার কাজ করতেন। এই অসমাপ্ত কাজ করার জন্য আমরাও প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত প্রার্থনা করছি।

শুভাশিস্ বাবুর পত্রের উত্তরে কিছুই বলার থাকতো না যদি তিনি 'সেই বিশেষ দিনের ব্যাজধারী বিশেষ সেবকবৃন্দের' কথা না লিখতেন। কেন না এই কথাগুলি আমাদের লক্ষ করেই লিখেছেন। 'জনগণের সেবক' হতে পেরে আমরা ধন্য। কেনা হয়? 'জনগণের পরম আত্মীয়' বলে শুভাশিস্ বাবু আমাদের আখ্যাত করেছেন—এ দুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। দেখছি এও ভূতের মুখে রামনাম। আমাদের প্রসংশা তিনি করছেন! শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থাকাকালীন আমাদের 'বেশ ভদ্রতার' কি পরিচয় শুভাশিস্ বাবু পেলেন? তাঁর দিকে কোন মনোযোগ দেওয়ার সময় আমাদের ছিল না। গর্ত্ত পূরণেই যদি ভদ্রতা দেখান যায়, তবে সেটা 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও' হলে ভাল হতো নাকি? পরিশেষে বলি, "জনগণের সেবকরা আপাততঃ পর্দার আড়ালে" কেন জানেন? আর কোনও জায়গায় ভারী পর্দা ছিঁড়ে ফেলে আসল স্বরূপটা জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্যই।

নমস্কারান্তে, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রঘুনাথগঞ্জ

আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানি আপনার বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

সাগরদীঘি বাজারস্থ জেলা পরিষদের রাস্তা সংলগ্ন যে পাকা নালা আছে (রেল লাইনের উত্তরে) তাহা পচা দুর্গন্ধময় জলে পরিপূর্ণ। এই নরককুণ্ডে কি পরিমাণ মাছি ও মশা জন্মগ্রহণ করে চলেছে তা না দেখলে ধারণা করা শক্ত।

এখানে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বহু সরকারী অফিস আছে। সপ্তাহে দুইটি হাট হয়। এই নালা কলেরা, বসন্তের ন্যায় বহু সংক্রামক রোগের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এখানে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও অঞ্চল প্রধান আছেন। কিন্তু জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন না। জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করছি তিনি যেন অবিলম্বে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। স্থানীয় জনসাধারণ এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার পাক

শ্রীবৈজনাথপ্রসাদ ভকত

সাগরদীঘি বাজার

নাট্যানুষ্ঠান

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সৌজন্যে গত ১৮ই মার্চ্চ '৭২ সন্ধ্যা ৭ টায় স্বল্প সঞ্চয় প্রচারকল্পে শক্তি মন্দির প্রাঙ্গণে জেলার অন্যতম নাট্য সংস্থা নাট্য ভারতী কর্ত্তৃক বীরু মুখোপাধ্যায়ের তিলোত্তমা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

প্রায় ৩৫০০ হাজার দর্শক এই নাটকটি দেখার সুযোগ পান এবং তাঁহারা ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁহারা অভিনয় করেন তাঁহারা রওশন আলী, সুভাষ সিংহ, রথীন চক্রবর্ত্তী, সুজন ভট্টাচার্য্য, পৃথ্বীশ ঘোষ, অশোক দাশ, রণজিত ঘোষ, অতীন গুপ্ত, কাজলী চৌধুরী, শিপ্রা সরকার।

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

ওপার বাংলা আর পূর্ববঙ্গ নয়, নয় পূর্ব পাকিস্তান। সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্তের মূল্যে, জীবনের মূল্যে অর্জিত—বাংলাদেশ। বাংলাদেশের হৃদয় হতে জন্ম নিয়েছে তাহাদের রক্তকমল—বাংলাদেশ।

এপারে আজ একটা কথা উঠেছে—ওপার বাংলা যখন আর পূর্ব বাংলা নয়—তখন এপার বাংলার নাম পশ্চিমবঙ্গ কেন? বাংলাদেশের বাঙালী সমাজ যখন মুছে দিয়েছে পূর্ব বাংলার 'পূর্ব' শব্দটি তখন এপার বাংলায় 'পশ্চিম' এই অভিধা ব্যবহার করার কী প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে? একদা পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের পূর্ব খণ্ডকে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা বলে নামকরণ করেছিল। ফলে ভারতীয় সংবিধানেও এপার বাংলার নাম লিখিত হয়েছিল 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল' নামে। আনন্দের কথা, এবার পশ্চিমবঙ্গের নব-নির্বাচিত সরকার পশ্চিম বাংলার নূতন নামকরণের এক প্রস্তাব করেছেন। গত ২৫শে মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি, বোধ করি, সকলের নিকট অভিনন্দিত হবে।

"The new ministry had earlier decided that the State should be renamed 'Bangla' আরও বলা হয়েছে "His (Sri Roy) Government wants to bring a resolution in the State Assembly on April 9 recommending a suitable amendment of the First Schedule of the Constitution for renaming the State." : নূতন সরকার পশ্চিমবঙ্গকে 'Bengal' বা 'বাংলা' নামে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে জনগণের নিকট হতেও 'সাজেসন' চেয়েছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

তা ছাড়া, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের নামও ইতোমধ্যে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, নূতন নামকরণও করা হয়েছে—সে সব অঞ্চলের ভৌগোলিকতা অথবা ঐতিহাসিকতার নিরিখে। বোম্বে প্রেসিডেন্সী এখন মহারাষ্ট্র নামে, মাদ্রাজের কিছু অংশ অন্ধ্র প্রদেশ, আর কিছু অংশ তামিলনাড়ু নামে পরিচিত। যুক্ত-প্রদেশ এখন উত্তর প্রদেশ, রাজপুতানা আজ রাজস্থান। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনও পরিচিত কেরালা নামে।

তেমনি এপার বাংলার নামের পরিবর্ত্তন বর্ত্তমানে বাঞ্ছনীয় বলে অনেকে মনে করেন। প্রাচীনকালে বাংলার নাম ছিল গৌড়। আর পশ্চিম খণ্ডের নাম ছিল 'বঙ্গ'। সুতরাং ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি পশ্চিমবঙ্গের নাম 'বঙ্গদেশ' রাখা হয় তা হয়তো, অসঙ্গত বা অসামঞ্জস্য হবে না।

ডাকাত গ্রেপ্তার

গত কয়েক মাস যাবৎ রঘুনাথগঞ্জ থানার জামুয়ার ও জরুর অঞ্চলে ডাকাতির উপদ্রব অত্যন্ত বাড়িয়াছে। শোনা যাইতেছে যে, এই দলটি জামুয়ার অঞ্চলের বাড়ালা গ্রামের কিছু ভদ্রবেশী যুবকের দ্বারা তৈরী। গত ২৮শে মার্চ রাত্রে ডাকাতির উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক লোক বাড়ালা পাকুড়তলায় একত্রিত হইলে নুরুল ইসলাম নামক জনৈক যুবক ও তার কিছু বন্ধু ইহা শুনিয়া তাদের ধরিতে গেলে নুরুল ইসলামদের লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। প্রথমে তারা কিছুটা পিছিয়ে আসে ও পরে করিম সেখ ও আরসাদ সেখ নামক দুই জনকে ধরিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কুতুবুদ্দিন ও আরও চার পাঁচজন ছুটে পালিয়ে যায়। করিম ও আরসাদকে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আনা হয়।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে, দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

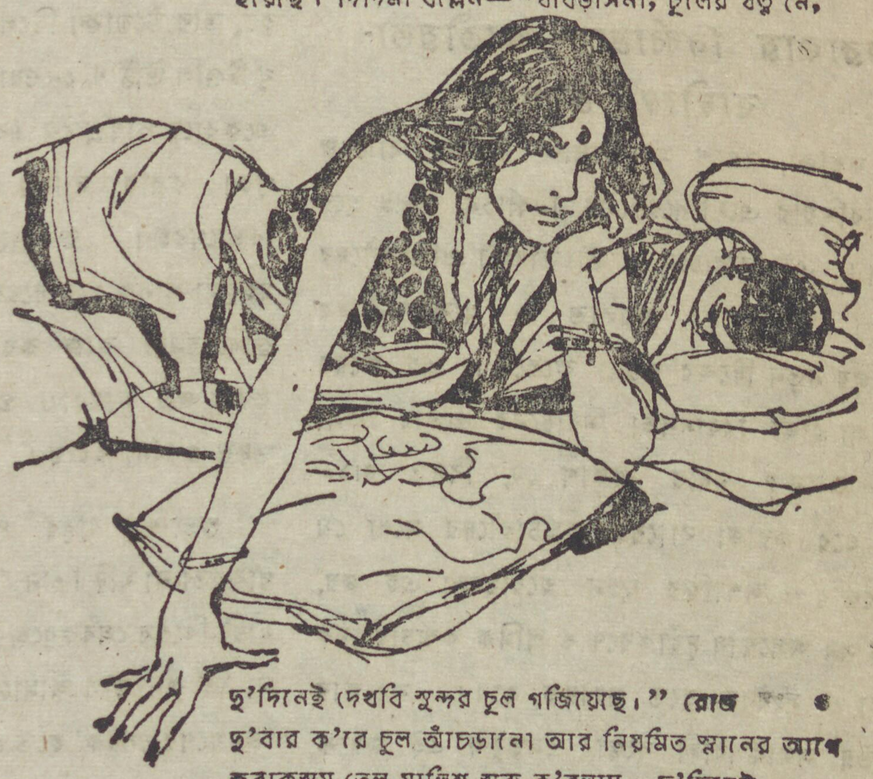

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.I.K-84.BG

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।